Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করনীয় ও দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী খাতুন

রোলঃ 228020843

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করনীয় ও দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌসুমী খাতুন

রোলঃ 228020843

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করনীয় ও দায়িত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌসুমী খাতুন, আইডিঃ 228020843 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করনীয় ও দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

-

(স্বাক্ষর)

মৌসুমী খাতুন

আইডিঃ 228020843

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

সন্তান জন্মের আগেই করনীয়..7

১. উত্তম সন্তান চেয়ে দুয়া করা 7

২.বেশি বেশি আমল ইবাদত করা..9

৩. বেশি বেশি কুরআন পড়া 10

সন্তান জন্মের পর করনীয়..10

১. আকিকা দেয়া 10

২. উত্তম নাম রাখা 11

৩.সন্তানকে তাওহিদ ও ঈমানের শিক্ষা দেওয়া 13

৪.সন্তানকে জান্নাতের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা..14

৫. পিতামাতাই সন্তানের আদর্শ...15

৬.সন্তানকে ভালোবাসা ও দয়া দেখানো..16

৭. সন্তানদের সময় দেয়া 18

৮. সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করা..19

৯. কন্যা সন্তানের সাথে বৈষম্য না করা 21

১০. সাধ্যমতো ভরনপোষণ করা...24

১১.সন্তানকে কুরআন তেলাওয়াত ও অর্থ শেখানো..25

১২. সন্তানকে নামাজ শেখানো ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেওয়া..27

ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়: 28

১৩.আদব-কায়দা ও সদাচরণ শিক্ষা দেওয়া 29

১৪. উত্তম বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা..31

১৫. সন্তানের অসুস্থতায় পিতামাতার করনীয়...33

১৬. সন্তানকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া..36

১৭.প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক থাকা 37

পরিশেষে :...44

ভূমিকা:

সন্তান হলো আল্লাহর দেওয়া একটি মহান নিয়ামত। মহান আল্লাহ তার অপার মহিমায় মানুষকে সন্তানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, বংশধারা অব্যাহত রাখেন, শেষ বয়সে পিতা মাতার অবলম্বন করেন। তাই সন্তান কে সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে বড় করা পিতা মাতার অবশ্য কর্তব্য। হাদিসে এসেছে,

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، عَن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالأميرُ رَاعٍ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ، وَالمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'' (বুখারী ও মুসলিম)

একজন নেককার সন্তান যেমন পিতামাতার জন্য সওয়াবের কারণ তেমনি সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা না দিলে বিপথগামী সন্তানও তাদের জন্য পাপের কারণ। পরকালে আমাদের সন্তানদের জন্য জবাবদিহী করতে হবে। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

সুরা আত- তাগাবুনে আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّمَآ اَمۡوَالُكُمۡ وَاَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ

অর্থ :তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহরই কাছে আছে মহা প্রতিদান(সুরাহ আত তাগাবুন, আয়াত ১৫)

সুতরাং আপনি যদি আপ্রান চেষ্টা করেন দ্বীনের পথা চলানোর জন্য,তারপরেও সন্তান না শোনে,তাহলে পিতামাতার কোনো গুনাহ হবেনা। কবরে গিয়ে তারা সন্তানের গুনাহের ভাগিদার হবেনা ইনশাআল্লাহ ক। কুরআন শরীফে এসেছেঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

অর্থ :আল্লাহ তায়ালা কাহারো গুনাহের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিবেননা।(সুরা ফাতির ১৮)

ইমাম যাহহাক ও মুকাতিল (রহ:) বলেন, একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তার পরিবার- পরিজন, নিকটাত্মীয় ও গোলাম- বাদিসহ সকলকে সেসব বিষয়ে শিক্ষাদান করা, যা আল্লাহ সুবহানা তায়ালা তাদের উপর ফরয করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন (তাফসিরে ইবনে কাসির: ৪/৫০২)

আপন আপন পরিবারের ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কেরাগণের আন্তরিকতা, গুরুত্ব ও মনোযোগের চিত্র আল্লাহ সুবহানা তায়ালা পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে তুলে ধরেছেন। যেমন, তিনি ইসমাইল আলাইহিস সালামের ইরশাদ করেছেন-

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۚ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

অর্থ: স্মরণ কর, এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা, সে তো ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী;সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। (মারইয়াম - ৫৪-৫৫)

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য ও আবশ্যক হচ্ছে নিজ ঘরকে, পরিবার পরিজনকে আল্লাহ সুবহানা তায়ালার ভয় ও তাকওয়া- ত্বহারাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা; আপন ঘরকে আক্ষরিক অর্থেই মুসলিম ঘর হিসেবে রুপান্তরিত করা। পরিবার পরিজনকে আল্লাহ সুবহানা তায়ালার ফরয বিধান ও করনীয় পালনে মনযোগী করে তোলা যা তাদেরকে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা পর্যন্ত পৌছে দিবে এবং জান্নাতের হকদার বানিয়ে দিবে। (নিজে বাচুন, পরিবার বাচান বই থেকে)

সন্তানকে ইসলামের উপর গড়ে তোলার সহজ পদ্ধতি হলো তাকে মর্যাদা ও ইজ্জতের উপর গড়ে তোলা। এই মর্যাদা ও ইজ্জত তাকে শত্রুর ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যে প্রভাবিত হওয়া থেকে মানসিকভাবে রক্ষা করবে। এই মর্যাদা তাকে আল্লাহর কিতাব ও নবিজির জীবনী শুনে গর্বিত হতে বাধ্য করবে। এই ইজ্জতের কারণেই সে শত্রুর অন্ধ অনুকরণ ও তাদের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করা থেকে সচেতনভাবে বেচে থাকবে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে উঠে দাড়াতে শক্তি জোগাবে। সর্বপরি তার ভেতর তৈরি হওয়া আত্নসম্মানবোধ তার অন্তরে এক অংগার সৃষ্টি করবে, যা তাকে উম্মাহ নিয়ে ভাবতে শেখাবে। (সন্তানের ভবিষ্যৎ - ড. ইয়াদ কুনাইবি)

জীবনে একজন উত্তম সন্তান হল পিতা মাতার চোখের শান্তি আর আখিরাতের জীবনের জন্য সদকায়ে জারিয়া। সন্তান ছোট থেকেই দ্বীনি তারবিয়াত দেয়া পিতামাতার একান্ত কর্তব্য। একজন সন্তানের জীবনে তার পিতা-মাতাই প্রথম শিক্ষক ও আদর্শ। সন্তান পিতামাতাকেই দেখে বেশি শিখে। পিতামাতার তেমনি হওয়া উচিত, তিনি তার সন্তানকে যেমন দেখতে চান। একজন বেনামাজি সন্তানকে নামাযের আদেশ দিলে সন্তান শুনবেনা এটাই স্বাভাবিক।

তাই সন্তানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সন্তান প্রতিপালন ও তাদের নৈতিক গঠন বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই দিকনির্দেশনাগুলো জানা ও মানা প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য।

সন্তান জন্মের আগেই করনীয়

১. উত্তম সন্তান চেয়ে দুয়া করা

পিতামাতার উচিত আল্লাহর কাছে সবসময় উত্তম সন্তান চেয়ে দুয়া করা। এজন্য কুরআনে অনেক দুয়া পাওয়া যায়। যেগুলো বেশি বেশি আমল করা যেতে পারে। নিচে কুরআনের দুয়াগুলো দেয়া হল:

১.১.জাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া:

হজরত জাকারিয়া (আ.) বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিঃসন্তান ছিলেন। মরিয়ম (আ.) বায়তুল মোকাদ্দাসে জাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। একদিন তিনি দেখলেন, আল্লাহ তাআলা মৌসুম ছাড়াই মরিয়ম (আ.)-কে ফল দান করেছেন। তখন তার মনে সন্তান লাভের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন যে, যে আল্লাহ বিনা-মৌসুমে ফল দিতে পারেন, সে আল্লাহ বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করতে পারেন। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যে দোয়াটি সবাই করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শুনেন।"

— *সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৮*

এছাড়া যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এই দুয়াটাও কুরআনে বর্ণিত আছে।

رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرۡنِیۡ فَرۡدًا وَّاَنۡتَ خَیۡرُ الۡوٰرِثِ

'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একা রেখ না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।'

—আল আম্বিয়া - ৮৯

১.২. ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া:

সন্তান লাভে ইবরাহিম (আ.)-এর দোয়াটিও মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয়। আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি দোয়া করেছিলেন সৎ পুত্র সন্তানের জন্য। মহান আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। এতে শিক্ষা রয়েছে সন্তান কামনা করতে কীভাবে দোয়া করতে হয়।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।"
— *সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০০*

এছাড়া নিজের উত্তরাধিকারদের যেন আল্লাহ শিরক থেকে হেফাযত করেন এজন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আরেকটি দুয়া পাওয়া যায়

رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (ইব্রাহীম - ৩৫)

নিজের ও নিজের বংশধরদের জন্য এটি একটি অতি উত্তম দুয়া। আমাদের সবার উচিত এই দুয়াটি বেশি বেশি পড়া।

সন্তানের জন্য নিজের দুয়াটাও অনেক সুন্দর।

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ٭ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। (সুরা ইব্রাহিম,৪০)

১.৩. পুণ্যবান স্ত্রী ও সন্তানের জন্য দোয়া

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্যতম একটি গুণ হলো- তাঁরা পুণ্যবান স্ত্রী ও সন্তানের জন্য দোয়া করেন। কোরআনে বর্ণিত নিচের দোয়াটি প্রত্যেক বিবাহিত অবিবাহিত সকল নারী পুরুষের করা উচিত। কারণ চক্ষুশীতলকারি স্বামী স্ত্রী সন্তান যেমন দুনিয়ার জীবনে সুখের মুল তেমনি আখিরাতের জন্যও সদকায়ে জারিয়া। দোয়াটি হলো—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য নেতা বানান।”

— *সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪*

১.৪. মারইয়াম আলাইহিস সালামের মায়ের দুয়া

মারইয়াম আলাইহিস সালামের মা নিম্নোক্ত দুয়াটি পড়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন আর আল্লাহ তার দুয়া কবুল করে তাকে এমন এক সন্তান দান করেন যিনি হয়েছিলেন আল্লাহর প্রিয় একজন বান্দী, জান্নাতের চার জন সম্মানিত নারীর একজন। যিনি হয়েছিলেন একজন নবির মাতা। দুয়াটি নিম্নরুপ

رَبِّ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لَکَ مَا فِیۡ بَطۡنِیۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

হে আমার প্রতিপালক ! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্যে আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে এটা কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আলে ইমরান - ৩৫

প্রত্যেক সচেতন ধর্মভীরু পিতামাতার উচিত এই দুয়াটা পাঠ করা।

২.বেশি বেশি আমল ইবাদত করা

ফরজ ওয়াজিব আমল করার পাশাপাশি সুন্নাহ, নফল গুরুত্বের সাথে করা উচিত। নফল নামায, তাহাজ্জুদ, সারাক্ষণ জিকিরে লিপ্ত থাকতে হবে।

ইস্তেগফার করলে সন্তান ও প্রাচুর্য লাভ হয়। নুহ (আ.)- এর ব্যাপারে আল্লাহর বাণী দেখুন। ইস্তেগফারের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَّیُمۡدِدۡکُمۡ بِاَمۡوَالٍ وَّبَنِیۡنَ وَیَجۡعَلۡ لَّکُمۡ جَنّٰتٍ وَّیَجۡعَلۡ لَّکُمۡ اَنۡہٰرًا ؕ

‘তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন। তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।(সুরা নুহ: ১২)

৩. বেশি বেশি কুরআন পড়া

প্রায় ২০ তম সপ্তাহে গর্ভের বাচ্চা শোনার সক্ষমতা অর্জন করে। মা প্রতিদিন কিছু কোরআন তেলাওয়াত করে বাচ্চার মাঝেও কোরআনের মাঝে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন,

عَلَيْكُم بِالْقُرْآن ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلَّمُوه أَبْنَائِكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن

কোরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কোরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে। (শরহে সহীহ বুখারী, ইবন বাত্তাল : ৪৬)
গর্ভাবস্থায় সম্ভব হলে কুরআন খতম দেয়া উচিত অথবা নিয়মিত কুরআনের সাথে সময় কাটালে গর্ভের সন্তানের উপর ও এর প্রভাব পরবে ইনশাআল্লাহ।

সন্তান জন্মের পর করনীয়

১. আকিকা দেয়া

নবজাতক জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা দেওয়ার কথা হাদীস শরীফে এসেছে।
সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

'প্রত্যেক শিশুই তার আকীকা জরুরী। জন্মের সপ্তম দিনে তার জন্য জবাই করা হবে এবং তার মাথা নেড়ে করা হবে আর নাম রাখা হবে। [আবূ দাউদ : ২৮৪০; মুসনাদ আহমদ : ২০০৯৫।]
আমর বিন শুয়াইব তার বাবা আর বাবা তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের সপ্তম দিবসে নবজাতকের নাম রাখা, তার আবর্জনা দূর করা (তথা নেড়ে করা) ও আকীকার নির্দেশ দিয়েছেন।' [তিরমিযী : ২৮৩২।]

ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه

‘যখন তার (নবজাতকের জন্মের) সপ্তম দিন আসবে, তখন তার পক্ষে রক্ত প্রবাহিত করো আর তার আবর্জনা (মাথার চুল) দূর করো এবং তার নাম রাখো।’ [তাবরানী, আল-মু‘জামুল আওসাত : ১৮৮৩।]
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে

العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة
ছেলে সন্তান এবং মেয়ে সন্তান উভয়ের পক্ষ্য থেকে সপ্তম দিনে আকিকা করা হবে এবং যিয়াফত করানো হবে ও চুল মুন্ডানো হবে।এটা মুবাহ তথা সুন্নতে যায়েদা।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৬২)

২. উত্তম নাম রাখা

ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, পিতা-মাতার উপর সন্তানের সর্বপ্রথম হক হচ্ছে, তার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা।
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه.

অর্থ : সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ও তার উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা বাবার উপর সন্তানের হক। (মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার,হাদীস ৮৫৪০)
হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের ও তোমাদের বাবার নাম নিয়ে (অর্থাৎ এভাবে ডাকা হবে- অমুকের ছেলে অমুক)। তাই তোমরা নিজেদের জন্য সুন্দর নাম রাখ। -(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস -৪৯৪৮)

অপর এক হাদিসে এসেছে যে,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :»إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ :عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ« .".رَوَاهُ مُسْلِمٌ

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নাম ‘আবদুল্লাহ এবং ‘আবদুর রহমান। (সহীহ মুসলিম -৫৭০৯, তিরমিযী- ২৮৩৩, আবূ দাঊদ- ৪৯৪৯, ইবনু মাজাহ- ৩৭২৮)

আধুনিক যুগে এমন অবস্থা হয়েছে সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে সবাই এমন নাম রাখার চেষ্টা করে যাতে আশেপাশের কারও নামের সাথে না মিলে। অথচ সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে মুসলিম বাবা মায়ের উচিত নবী, রসুল, সাহাবী, বুজুর্গদের নামে অথবা ভালো অর্থ হয় এমন নাম রাখার। হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় অনেক সাহাবিদের নাম ছিল আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)।

মানসিকতা ও স্বভাবের উপরও নামের একটা প্রভাব থাকে।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ :جَلَسْت إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنِي :أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ :مَا اسْمُكَ؟ قَالَ :اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ :بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ. قَالَ :مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ :فَمَا زَالَتْ فِينَا الحُزُونَةُ بَعْدُ.

আবদুল হুমাইদ বিন শায়বা বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের কাছে বসা ছিলাম। তিনি তখন বললেন, আমার দাদা ‘হাযান’ একবার নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? দাদা বললেন, আমার নাম হাযান। (হাযান অর্থ শক্তভূমি) নবীজী বললেন- না, তুমি হচ্ছ ‘সাহল’ (অর্থাৎ তোমার নাম হাযানের পরিবর্তে সাহল রাখো; সাহল অর্থ, নরম জমিন।) দাদা বললেন, আমার বাবা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা পরিবর্তন করব না। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, এর ফল এই হল যে, এরপর থেকে আমাদের বংশের লোকদের মেযাজে রুঢ়তা ও কর্কশভাব রয়ে গেল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৯৩

সন্তানের জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা মুস্তাহাব।কোনো আলেমের মাধ্যমে তাহনিক করা তার মাধ্যমেই নাম রাখা এটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমানীত।

তাই বরকত লাভের জন্য আলেমদের মাধ্যমে নাম রাখা ও তাহনিক করানো চাই।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

ইসহাক ইবনু নাসর (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দু আ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবূ মূসার বড় সন্তান।(বুখারী ৫০৭১)

৩.সন্তানকে তাওহিদ ও ঈমানের শিক্ষা দেওয়া

সন্তানকে তাওহীদ ও ঈমানের শিক্ষা দেয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছোট থেকেই আল্লাহ সম্পর্কে, দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। সন্তানকে বুঝাতে হবে দুনিয়াতে প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। সবকিছু দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। ছোট শিরক, বড় শিরক সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

وَعَن أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَانِ : أنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأنْ يُحِبّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَذَهُ الله مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আনাস রাদিয়াল্লাহু ’আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ’’যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে (ঈমান)ের মিষ্টতা লাভ করে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ’র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।’’ (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত লুকমান (আ.) তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন:

وَاِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِہٖ وَہُوَ یَعِظُہٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰہِ ؕؔ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায় (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৩)
এই উপদেশ প্রতিটি মুসলিম পিতা-মাতার জন্য আদর্শ হওয়া উচিত। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও নামাজ, রোজার প্রতি আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। আজকাল আমাদের আশেপাশে বিধর্মীদের এত আসবাব উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে শয়তান মানুষকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। আমরা যদি সন্তানদের ছোট থেকেই এসব সম্পর্কে সাবধান না করি তাহলে ওরা খুব সহজেই শিরকের মত কঠিন গুনাহ করে ফেলবে। অনেক মুসলিমদের দেখা যায় পুজা মন্ডপে গিয়ে মজা করতে, ছবি তুলতে, খাবার খেতে। অথচ সেখানে আল্লাহর সাথে শিরক করা হচ্ছে এই বুঝই তাদের নাই।

৪.সন্তানকে জান্নাতের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা

দুনিয়াতে মানুষকে তৈরি করা হয়েছে মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে (সুরাহ আয যারিয়াত :৫৬)

সন্তানকে ছোট থেকেই এ ব্যাপারে ভালো ধারণা দিতে হবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যখন স্পষ্ট তখন পথ ভুল করার সম্ভাবনা কম। সন্তানকে তার জিবনের লক্ষ্য ঠিক করে দিতে হবে। তা হল জান্নাত। একজন মুমিনের জিবনের সফলতা হলো জান্নাত পাওয়া। বিধর্মী সহ অনেক নামমাত্র মুসলিমদের দেখা যায় সন্তানকে বলে বড় হয়ে ভালো চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, সন্তান সন্ততি এসব অর্জন করলেই জীবন সুন্দর। কিন্তু যখন দুনিয়ার কোন সফলতাই অন্তরের প্রশান্তি এনে দিতে পারেনা তখন তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।
সন্তানকে জান্নাতের অসম্ভব সুন্দর বাগানের কথা, আরাম আয়েশের কথা , জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা বলতে হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও খারাপ কাজের জন্য শাস্তি সম্পর্কে বুঝলেই তারা সহজেই পথভ্রষ্ট হবেনা। নিজেকে শয়তান থেকে হিফাজত করতে পারবে। পরিবারের অভিভাবকেই উচিত স্বলাতের খোজ রাখা, আমল ইবাদতের খোজ খবর রাখা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর দোযখ হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।
(সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬)
এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পিতামাতাকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতা শেখাতে হবে।

৫. পিতামাতাই সন্তানের আদর্শ

শিশুরা ছোটবেলা থেকেই নিজের চারপাশের পরিবেশ থেকে শিখে, আর সবচেয়ে কাছের ও সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ হিসেবে পিতা-মাতাই তাদের প্রথম রোল মডেল। শিশুরা পিতা-মাতার কথা বলার ধরণ, আচরণ, ব্যবহারের ধরন, এমনকি আবেগ প্রকাশ করার পদ্ধতিও অনুসরণ করে। যেমন: যদি একজন বাবা খুব রেগে যান বা একজন মা শান্তভাবে সমস্যার সমাধান করেন, তাহলে শিশুটিও ওই আচরণগুলো শেখে।একজন পিতা-মাতা যেমন হবেন, সন্তান ধীরে ধীরে সেই ছাঁচেই গড়ে উঠবে। তাই পিতা-মাতার উচিত নিজেদের আচরণ, কথা ও নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন থাকা।
একটি আদর্শ পরিবারের হাতেই রয়েছে শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের সর্বাধিক ক্ষমতা ও শক্তি। এজন্য শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে পরিবারকে শিশুদের চোখে আয়না বা রঙ্গিন চশমার সাথে তুলনা করা হয়। রঙ্গিন চশমা যেমন চোখে লাগালে, প্রকৃতির দৃশ্যও রঙ্গিন দেখায় তেমনিভাবে পরিবার তার সন্তানকে যা বুঝাবে, যা শিক্ষা দিবে, তাই বুঝবে ও শিখবে। শিশু কি দেখল অথবা কি শুনল সেটি বড় কথা নয়, বরং শিশুদের ক্ষেত্রে বড় কথা হচ্ছে শিশুদের কি বুঝানো হচ্ছে। এজন্য দেখা যায়, একই প্রতিষ্ঠানের একই সিলেবাস একই শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্র ও শিশুগুলো ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হয়ে থাকে। অথচ কথা ছিল একই প্রকৃতি একই স্বভাবের হওয়ার। কিন্তু তারপরও ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন স্বভাবের হওয়ার কারণ হচ্ছে পারিবারিক প্রভাব এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী পরিবেশের প্রভাব। এজন্য শিশুদের আত্মিক, মানসিক ও জৈবিক গঠনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায় বাবা-মা ও অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। (“আদর্শ মুসলিম পরিবার” বই থেকে)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ صحيح

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহন করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান বানায়। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশুই জন্ম দেয়, তাতে তোমরা কোনো কান কাঁটা দেখো কি? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায় এমন শিশু সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেনঃ আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কিরূপ আমল করতো। (সহিহ বুখারি, হাদীস: ১৩৮৫)

সন্তানের সামনে কোন অযাচিত, অশোভন আচরণ করা যাবে না। তাদেরকে উত্তম আখলাকের শিক্ষা দিতে হবে। ছোট থেকেই সালাম দেয়া, হাসি মুখে কথা বলা, বড়দের সম্মান করা শেখাতে হবে।

অর্থাৎ, পিতা-মাতার ভূমিকা সন্তানের বিশ্বাস ও চারিত্রিক গঠনে মৌলিক।

আজকের যুগে পিতামাতারা নিজেরাই আমল ইবাদতের ফিকির করেনা। সেখানে সন্তানের জন্য চিন্তাতো দুরের কথা। ফজরের নামাযে সন্তানকে ডাকতে চায়না অথচ দুনিয়াবি পরিক্ষার পড়াশোনার জন্য সন্তানকে জাগিয়ে তুলে। এজন্য নিজে আমল ইবাদতের ফিকির করতে হবে এবং পরিবারের মানুষদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচানোর চেষ্টা করতে হবে।

৬.সন্তানকে ভালোবাসা ও দয়া দেখানো

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সন্তান ও নাতী নাতনিদের অনেক ভালোবাসতেন। তাদেরকে আদর করতেন। এবং সময় দিতেন। হাদিসে এসেছে

وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قبَّل النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم الْحسنَ ابن عَليٍّ رضي اللَّهعنهما ، وَعِنْدَهُ الأَقْرعُ بْنُ حَابِسٍ ، فقال الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشرةً مِنَ الْولَدِ ما قَبَّلتُ مِنْهُمْ أَحداً فنَظَر إِلَيْهرسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقال : »مَن لا يَرْحمْ لا يُرْحَمْ« متفقٌ عليه .

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু ’আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু ’আনহুমা-কে চুমু দিলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্বরা’ ইবনু হাবেস বসা ছিলেন। আক্বরা’ বললেন, ’আমার দশটি ছেলে আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনোদিন চুমু দেইনি।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ’’যে (দয়া) করে না, তার প্রতি (দয়া) করা হয় না।’’ (বুখারী ৫৯৯৭)

আরও একটি হাদিসে এসেছে

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأعْرَابِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا : أتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»قَالُوا : لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ! فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَ أَمْلِك إنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحْمَةَ !». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ’আপনারা কি আপনাদের (শিশু)-সন্তানদেরকে চুমু দিয়ে থাকেন?’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’হ্যাঁ।’’ তারা বলল, ’কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দেই না।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার মালিক করে দিতে পারি?’’ (বুখারী ও মুসলিম)

ছোটদের দয়া দেখানো প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত।

وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أبِيهِ، عَن جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ غِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ الترمذي: حديث حسن صحيح.وَفي رِوَايَةِ أبي دَاوُد: حَقَّ كَبيرِنَا

’আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু ’আনহু তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি (শুআইব) তাঁর (আমরের) দাদা (আব্দুল্লাহর ইবনু আমর) রাদিয়াল্লাহু ’আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ’’সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি (দয়া) করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান জানে না।’’ (সহীহ হাদীস, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ) আবূ দাঊদের এক বর্ণনায় আছেঃ ’’আমাদের বড়দের অধিকার জানে না।’’ (তিরমিজি ১৯২০)

এই হাদিসগুলো থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সন্তানের সাথে খেলা করা, ওদের চুমু দেয়া, আদর করা উচিত।

৭. সন্তানদের সময় দেয়া

ইসলামে সন্তানদের সময় দেওয়া, তাদের ভালোবাসা ও যত্নে লালন-পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক যুগে পিতা মাতা দুজনেই দুনিয়াবি চাকরির দিকে ছোটে। যার ফলে সন্তান বড় হয় কাজের মানুষের কাছে। দিনশেষে সন্তানকে সময় না দেয়ার কারনে তারা পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।সন্তান বাবা মায়ের প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেলে। তাদের কথা শুনতে ও সম্মান করতে চায়না।

হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সন্তান ও নাতি-নাতনিদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি শিশুদের সাথে খেলতেন, কোলে নিতেন, সময় দিতেন।
এক হাদিসে এসেছে

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যাইনাবের মেয়ে উমামাহকে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় উঠিয়ে নিতেন।(সহীহ বুখারী ও মুসলিম, ৯১৭)

তাদের শোনার অধিকার, ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার ও সান্নিধ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। পিতা-মাতার উচিত তাদের সঙ্গে মানসিক ও আবেগিক সম্পর্ক গড়া। সন্তানদের সময় দিলে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন নৈতিকতা, ঈমান, দ্বীনি শিক্ষা শেখানো সহজ হয়। সন্তানের অধিকার হরণ, তাদের প্রতি অবহেলা করা, তাদের হক নষ্ট করা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কারণ হতে পারে।

আমাদের সমাজে আজকাল স্বামী স্ত্রী দুইজনই বাইরের কাজ বা চাকরির দিকে দৌড়ান। যার কারণে সন্তান বড় হয় নানি দাদি বা কাজের মানুষের কাছে। পিতা মাতা যেহেতু সন্তানকে সময় দিতে পারেননা এর বিকল্প হিসেবে তারা সন্তানের অনেক অন্যায় আবদার পুরণ করেন, যেমন কম্পিউটার, মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সন্তানেরা বিপথে যাওয়ার অনেক সুযোগ পায়। আমরা প্রায় সময়ই খবরে দেখতে পাই অতিরিক্ত টিভি, মোবাইল দেখার কারণে বাচ্চাদের মানসিক সমস্যা হয়, শারিরীক স্থুলতা বেড়ে যায়, অনেক খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়, বড়দের সাথে অনেক অসংগত আচরণ লক্ষ্য করা

যায়। তার সাথে কাজের মানুষের হাতে অত্যাচারের শিকার হয়। এ ব্যাপারে পিতামাতার অনেক সচেতন থাকা উচিত। তাদেরকে সময় দেয়া, তাদের সাথে খেলাধুলা করা এগুলো তাদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। পাশাপাশি তাদের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

৮. সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করা

নিজের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করা মা-বাবার ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি ইসলামের অনন্য বিধানও। প্রত্যেক মা-বাবা যেমন কামনা করেন তার সন্তানরা সবাই যেন তার সঙ্গে ভালো আচরণ করে, অনুরূপভাবে সন্তানরাও চায় তাদের মা-বাবা তাদের সবার সঙ্গেই ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবেন, তাদেরকে বৈষম্যের শিকার করবেন না। কেননা অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তখন সন্তানদের একে অন্যের প্রতি দুঃখ, ভালোবাসার স্থলে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায়, পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিবাদ ও অনৈক্য। তাই সর্বদা মা-বাবাকে সন্তানের মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। হাদিসে এসেছে

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟» فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَرْجِعهُ وَفي رِوَايةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اِتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ . وفي روايةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلاَ تُشْهِدْنِي إذاً فَإنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وفي روايةٍ : «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» . وفي رواية : «أَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي !» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَواءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلا إذاً» . متفق عليه

নু’মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হাজির হয়ে বললেন, ’আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। [কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।]’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ’’তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?’’ তিনি বললেন, ’না।’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।’’

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ''তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?'' তিনি বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে (ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ [দান] ফিরিয়ে নিলেন।''

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?'' তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, ''তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?'' তিনি বললেন, 'জী না।' [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, ''তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।''

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ''আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।''

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ''এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।'' অতঃপর তিনি বললেন, ''তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?'' বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, ''তাহলে এরূপ করো না।'' (বুখারী২৪৪৭)

এ হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সন্তানদের কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। তাদের মাঝে বৈষম্য করা হারাম। পারিবারিক জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় হাদিসটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ হাদিসটি পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার এক বিরাট উদাহরণ। অতএব স্নেহের আতিশয্যে কোনো সন্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়, বরং তা ইনসাফের পরিপন্থি। তাই মা-বাবা যদি তাদের জীবদ্দশায় সন্তানদের মাঝে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় অথবা খাদ্যবস্তু বণ্টন করেন তবে সে ক্ষেত্রে সবার মধ্যে সমতা রক্ষা করা জরুরি। মেয়েকে সে পরিমাণ দেবে, যে পরিমাণে ছেলেকে দিয়েছে। ছোট সন্তানকে সেই পরিমাণ দেবে যে পরিমাণ বড় সন্তানকে দিয়েছে। মা-বাবা যখন প্রয়োজনের বাইরে অথবা খুশি হয়ে সন্তানদের কিছু দেবে সে ক্ষেত্রেও এ সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। যেমন, ঈদের সময় ঈদের বকশিশ অথবা সফর থেকে ফিরে এসে সন্তানদের হাদিয়া দেওয়া ইত্যাদি। তবে প্রয়োজনের বিষয়টি ভিন্ন।
মা-বাবা যদি প্রয়োজনে কোনো সন্তানের জন্য কিছু ব্যয় করেন যেমন, অসুস্থতার জন্য খরচ করছেন, কারও শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করছেন, ছেলে অথবা মেয়ে কেউ সফরে যাচ্ছে, কারও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খরচ কম, কারও বেশি, কারও সফর ছোট, কারও সফর বড়, কারও সফরে বেশি টাকার প্রয়োজন আবার কার কম, এভাবে প্রয়োজনের সময় সন্তানদের জন্য

ব্যয়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। বরং যার যতটুকু প্রয়োজন তাকে ততটুকু দিতে পারবে।

অন্য হাদিসে এসেছে, জনৈক আনসারী সাহাবিকে রাসুল (সা.) ডাকলেন। ইতোমধ্যে ওই সাহাবির এক পুত্রসন্তান তার কাছে এলো। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তার এক কন্যাসন্তানও সেখানে উপস্থিত হলো। তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ করে রাসুল (সা.) বললেন, উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেদের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। এমনকি চুমু দেওয়ার ক্ষেত্রেও। (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক : হাদিস ১৬৫০১)

এ হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, সন্তানদেরকে কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন সমতা রক্ষা করা আবশ্যক তদ্রুপ ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। যদিও ভালোবাসা ও মহব্বতের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে। এতে মানুষের ইচ্ছার দখল নেই। এ জন্য এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার বিষয়ে মানুষ বাধ্যও নয়। তবে ভালোবাসা প্রকাশ তো মানুষের ইচ্ছার অধীন। অনেকে এ ক্ষেত্রেও কম-বেশি করে। যার প্রতি টান বেশি তাকে বেশি বেশি খাওয়ায়, বেশি বেশি ঘুরতে নিয়ে যায়। আর যার প্রতি টান কম তাকে জিজ্ঞাসাও করে না। এভাবে সে সন্তানদের মাঝে ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে। যেহেতু ভালোবাসা প্রকাশ করা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় তাই এ ক্ষেত্রে কম-বেশি করা অন্যায়। সুতরাং কখনও মা-বাবা কথায় ও কাজে এমন ভাব প্রকাশ করবে না, যাতে সন্তানরা বুঝতে পারে, মা-বাবা অমুককে বেশি ভালোবাসেন, অমুককে কম ভালোবাসেন। এমনটা করবে না। যদি মা-বাবা এমনটা করেন তাহলে তা হবে অন্যায় এবং কেয়ামতের দিন এর জন্য পাকড়াও করা হবে।

৯. কন্যা সন্তানের সাথে বৈষম্য না করা

সুরা নাহলের ৫৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُہُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡہُہٗ مُسۡوَدًّا وَّہُوَ کَظِیۡمٌ ۚ

“যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়” (সুরা নামল ৫৮)

এই আয়াতের তাফসীরে মুফতি তাকী উসমানী বলেন, আল্লাহ তাআলা শব্দ ব্যবহার করেছেন بُشِّرَ (সুসংবাদ দেওয়া হয়)। ইশারা হচ্ছে, পুত্র সন্তানের খবর যেমন সুখবর, কন্যা সন্তানেরও তাই। পুত্র সন্তান হলে সুসংবাদ আর কন্যা সন্তান হলে দুঃসংবাদ, এটা অমানবিক ও অনৈসলামিক ভাবনা দুটোই সুসংবাদ এবং দুই’ই আল্লাহর দান। কাজেই

সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা সর্বাবস্থায়ই তার জন্ম সংবাদকে খুশীমনে গ্রহণ করত আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ে রত হতে হবে। এটাই কুরআনের শিক্ষা এবং জগদ্বাসীকে সবার আগে কুরআনই এ শিক্ষা দান করেছে।

আরেকটি হাদিসে এসেছে,

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إيَّاهَا فَقسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْها ولَمْ تَأكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ، فَدَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَينَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু’টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাইল। অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল না। সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি তার দু’মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, ’’যাকে এই কন্যা (সন্তান) দিয়ে কোনো পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।’’ (বুখারী, মুসলিম)

নিম্নের হাদিসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ

وَعَنْ أَبي إِسْحَاقَ سعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ مَالك بن أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهرةَ بْنِ آلابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ آعْبِ بنِ لُؤيٍّ الْقُرشِيِّ الزُّهَرِيِّ رضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَحدِ الْعَشرة الْمَشْهودِ لَهمْ بِالْجَنَّة ، رضِي اللَّهُ عَنْهُم قال :« جَاءَنِي رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ :يا رسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ بلَغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُني إِلاَّ ابْنَةٌ لِي أَفأَتصدَّق بثُلُثَيْ مالِي؟ قَالَ :لا ، قُلْتُ :فالشَّطْر يَارسُولَ الله ؟ فقالَ :لاَ، قُلْتُ فالثُّلُثُ يا رسول الله؟ قال :الثُّلُثُ والثُّلُثُ آثِيرٌ أَوْ آَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذر وَرثتك أغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عالَةً يتكفَّفُونَ النَّاس ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِق نَفَقَةً تبْتغِي بِهَا وجْهَ الله إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى ما تَجْعلُ في في امْرَأَتكَ قَال :فَقلْت :يَا رَسُولَ الله أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَال :إِنَّك لن تُخَلَّفَ فتعْمَل عَملاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلاَّ ازْددْتَ بِهِ دَرجةً ورِفعةً ولعلَّك أَنْ تُخلَّف حَتَى ينْتفعَ بكَ أَقَوامٌ وَيُضَرَّ بك آخرُونَ .اللَّهُمَّ أَمْضِ لأِصْحابي هجْرتَهم، وَلاَ ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهم، لَكن الْبائسُ سعْدُ بْنُ خـوْلَةَ « يرْثَى لَهُ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم» أَن مَاتَ بمكَّةَ » متفقٌ عليه

সা’দ ইবনু আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বলেন, যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। বিদায় হজ্বের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, ’হে আল্লাহর রাসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে--যা আপনি সচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র (কন্যা)। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?’ তিনি বললেন, ’’না।’’ আমি বললাম, ’তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, ’’না।’’ আমি বললাম, ’তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?’ তিনি বললেন, ’’এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে।
(মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।’’ আমি বললাম, ’হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?’ তিনি বললেন, ’’তুমি যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা কিছু লোক (মু’মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) পিছনে ফিরিয়ে দিও না। কিন্তু মিসকীন সা’দ ইবনু খাওলা।’’ তাঁর মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন।

এই হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক পিতামাতার উচিত পুত্র কন্যা উভয় সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসা। আমাদের সমাজের মানুষেরা কন্যা সন্তান হলেই নাক সিটকায়। পুত্র সন্তাকেই বংশের বাতি মনে হয়। যার কারণে অনেক মা ও কন্যা সন্তানেরা সমাজের মানুষের দ্বারা নির্যাতিত হয়। অথচ আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলনা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক। আমিন

১০. সাধ্যমতো ভরনপোষণ করা

সন্তানের ভরণপোষণ (অর্থাৎ সন্তানের খাওয়া-দাওয়া, থাকা-পরার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ) ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। কুরআন ও হাদীসে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু পিতা-মাতা হচ্ছেন মাধ্যম:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

"তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তাদের ও তোমাদের রিজিক দিয়ে থাকি।"

— *সূরা আল-ইসরা (১৭:৩১)*

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ফেলা হয়েছে পিতামাতার ওপর, এবং রিজিকের নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহ।

পিতার ওপর সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"সন্তানের পিতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের (মায়েদের) ভরণপোষণ ও পরিধেয় প্রদান করা যথাযথভাবে।"

— *সূরা আল-বাকারা (২:২৩৩)*

এখানে সন্তানকে স্তন্যদানকারী মায়ের ভরণপোষণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার মূল কারণ হচ্ছে সন্তানের সেবা। অর্থাৎ, পিতার দায়িত্ব শুধু স্ত্রীর প্রতি নয়, সন্তানের প্রতিও।

ভরণপোষণ সাদকাহর মর্যাদা পায়

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «دِينَارٌ أنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ، وَدِينار أنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ، أعْظَمُهَا أجْراً الَّذِي أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ». رواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''এক দ্বীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দ্বীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দ্বীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দ্বীনার তুমি পরিবার পরিজনের (জন্য) ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দ্বীনারের বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে (মুসলিম ৯৯৫)

পবিত্র কুরআনে এসেছে

قُلْ اِنَّ رَبِّیۡ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖ وَیَقۡدِرُ لَہٗ ؕ وَمَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَہُوَ یُخۡلِفُہٗ ۚ وَہُوَ خَیۡرُ الرّٰزِقِیۡنَ

বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা। সাবা' - ৩৯

এ আয়াত থেকে বুঝতে পারি পরিবারের ভরনপোষণ করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সওয়াবের কাজ। মুলত রিজিকদাতা তো আল্লাহই।

لِیُنۡفِقۡ ذُوۡ سَعَۃٍ مِّنۡ سَعَتِہٖ ؕ وَمَنۡ قُدِرَ عَلَیۡہِ رِزۡقُہٗ فَلۡیُنۡفِقۡ مِمَّاۤ اٰتٰىہُ اللّٰہُ ؕ لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفۡسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىہَا ؕ سَیَجۡعَلُ اللّٰہُ بَعۡدَ عُسۡرٍ یُّسۡرًا

বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন। (সুরা ত্বলাক ৭)

পিতামাতা তাদের সাধ্যমতো সন্তানের দেখশোনা, দেখভাল, খরচ করবেন। এতেই মংগল নিহিত।

১১.সন্তানকে কুরআন তেলাওয়াত ও অর্থ শেখানো

সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া শুধুমাত্র একটি ভালো কাজই নয়, বরং এটি একজন পিতা-মাতার দ্বীনি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে পরকালে জবাবদিহি করতে হতে পারে। অন্যদিকে, যদি কোনো বাবা-মা সন্তানকে কুরআন শেখায়, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক ফজিলত ও পুরস্কার লাভ করবেন।

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رواه البخاري

’উসমান ইবনে ’আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে (কুরআন) শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারী ৫০২৭)

এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শেখা এবং শেখানোকে সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের মধ্যে গণ্য করেছেন। কাজেই, নিজের সন্তানকে কুরআন শেখানো এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত একটি মহৎ কাজ।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا " . - ضعيف

সাহল ইবনু মু’আয আল-জুহানী (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, ক্বিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন (মুকুট) পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চাইতেও উজ্জল হবে। ধরে নাও, যদি সূর্য তোমাদের ঘরে বিদ্যমান থাকে (তাহলে তার আলো কিরূপ হবে?)। তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে তার ব্যাপারটি কেমন হবে, তোমরা কি তা ধারণা করতে পার!
— (আবু দাউদ, হাদিস: ১৪৫৩)
এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানকে কুরআন শেখানো কেবল তার জন্য নয়, বরং তা পিতা-মাতার আখিরাতের জন্যও কল্যাণকর। পবিত্র কুরআনে এসেছে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মু’মিনদের জন্যে হিদায়াত ও রহমত। ইউনুস ৫৭
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে চারটি বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছেন:

1. মওইযাহ (উপদেশ)

2. অন্তরের রোগের জন্য শিফা (আরোগ্য)

3. হেদায়েত (সঠিক পথের দিশা)

4. রহমত (দয়াময়তা) মু'মিনদের জন্য

এই আয়াত প্রমাণ করে যে কুরআন কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং তা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং উপদেশের উৎস। তাই পিতামাতার দায়িত্ব ও করনীয় হল সন্তানকে গুরুত্বের সাথে কুরআন শিক্ষা দেয়া।

১২. সন্তানকে নামাজ শেখানো ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত,নবীজী সাঃ বলেনঃ

عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ :عن النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم أنه قالَ) :طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ . (رواه ابن ماجه 224)

জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।
এখণ প্রশ্ন হল কতটুকু জ্ঞানার্জন একজন মুসলমানের উপর ফরয?
এ সম্পর্কে ইবনে আবেদীন শামী রাহ,বলেনঃ

لَا شَكَّ فِي فَرْضِيَّةِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ وَعِلْمِ الْإِخْلَاصِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْعَمَلِ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ وَعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَعِلْمِ الرِّيَاءِ؛ لِأَنَّ الْعَابِدَ مَحْرُومٌ مِنْ ثَوَابِ عَمَلِهِ بِالرِّيَاءِ، وَعِلْمِ الْحَسَدِ وَالْعُجْبِ إذْ هُمَا يَأْكُلَانِ الْعَمَلَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَعِلْمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ لِمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ

দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ফারাইয(ভিত্তি) তথা কালেমা,নামায,রোযা,হজ্ব,যাকাত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ফরয। এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

নামাযের আদেশ প্রদান:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاۡمُرۡ اَہۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَیۡہَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُکَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ؕ وَالۡعَاقِبَۃُ لِلتَّقۡوٰی

এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও এতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম

তো মুত্তাকীদের জন্যে।
— (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ১৩২)
এই আয়াত নির্দেশ করে যে, পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া এবং নিজেও তার চর্চা করা, যাতে সন্তানেরাও অনুপ্রাণিত হয়।
লুকমান (আ.) উপদেশ দিয়েছিলেন তার সন্তানদের
يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ
'হে বৎস ! সালাত কায়েম কর, সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। লুকমান - ১৭

এই আয়াতে একজন পিতার পক্ষ থেকে তার সন্তানকে দেওয়া উপদেশে নামাযকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أبِيهِ، عَن جَدِّهِ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المضَاجِعِ»حديثٌ حسن رواه أبو داود بإِسنادٍ حسنٍ .
আমর ইবনু শুআইব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আমরের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা (সাত) (বছর)ের হবে। আর তারা যখন দশ (বছর)ের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।'' (আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)[1]— (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯৫)

সন্তানকে নামায শেখানো বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। নামায ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ ইবাদত। একজন মুসলিম সন্তান যেন শৈশব থেকেই নামাযের গুরুত্ব ও নিয়ম শিখে তা বাস্তবায়ন করে, এ দায়িত্ব মূলত বাবা-মায়ের ওপর অর্পিত। কুরআন ও হাদিসে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয়:

১. শৈশব থেকেই ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা – ঘরে নামায আদায়ের পরিবেশ ও গুরুত্ব থাকলে সন্তান স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত হয়।

২. নিজে নামায পড়া ও সন্তানের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করা – শিশুরা যা দেখে, তাই শেখে। পিতামাতা নিয়মিত নামায আদায় করলে সন্তানরাও তা অনুসরণ করে।
৩. নরমভাবে ও ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া – ধৈর্যসহকারে নামাযের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো এবং ধীরে ধীরে আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।
৪. নামায শেখার জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা, গল্প বলা, পুরস্কার দেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ।

১৩.আদব-কায়দা ও সদাচরণ শিক্ষা দেওয়া

সন্তানকে আদব-কায়দা (ভদ্রতা ও শিষ্টাচার) শেখানো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা তার ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১৩.১. নিজে উদাহরণ হয়ে ওঠা

সন্তান সবচেয়ে বেশি শেখে পরিবারের কাছ থেকে। আপনি যদি বিনয়ী, সম্মানজনক ও নম্রভাবে আচরণ করেন, শিশুও তাই অনুকরণ করবে

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।'' (বুখারী ৬০১৮)

১৩.২. আদব শেখাতে হবে ধাপে ধাপে

- সালাম দেওয়া: সালাম দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। ছোটবেলা থেকেই "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ " বলা শেখানো উচিত। ছোট বড় সবাইকে সালাম দেয়া শিখানো উচিত।
- বড়দের সম্মান করা: দাদা-দাদি, নানা -নানি, শিক্ষক, প্রতিবেশী সবাইকে সম্মান করা শেখানো উচিত ।
- ভুল করলে ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা একটা গুরুত্বপূর্ণ আদব
- খাওয়ার আগে ও পরে দোয়া: খাওয়ার সুন্নাহ মানার অভ্যাস করানো উচিত পাশাপাশি দোয়া পড়া শেখানো।

- শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি: অন্যের কষ্ট বোঝা, দুঃখে পাশে থাকা, মানুষকে সাহায্য করা ইত্যাদি শেখানো উচিত।

১৩.৩. খেলাধুলা ও পড়াশোনায় শৃঙ্খলা শেখানো

খেলাধুলায় নিয়ম মানা, নিজের জিনিস গোছানো, সময়মতো পড়া—এসবও আদবের অংশ।

১৩.৪. মিষ্টভাষী হওয়া শেখানো

কখনও চিৎকার না করে ভদ্রভাবে কথা বলা, অপরকে না কষ্ট দিয়ে নিজের বক্তব্য জানানো—এই অভ্যাস গড়া গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসে এসেছে

وَعَن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أنْ تَلْقَى أخَاكَ بوَجْهٍ طَلْقٍ». رواه مسلم

আবূ যার্র রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ’’তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।’’ (মুসলিম) (অর্থাৎ মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ।) মুসলিম ২৬২৬)

অন্য হাদিসে এসেছে

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَّى تُرَى مِنهُ لَهَوَاتُهُ، إنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ’নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এমন উচ্চহাস্য হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে তিনি মুচকি হাসতেন।’ (বুখারী-৪৮২৯)

১৩.৫. ভুল করলে বুঝিয়ে দেওয়া

শাসনের বদলে বোঝানো উচিত কোনটা ভুল কোনটা ঠিক। শান্তভাবে বললে শিশু বেশি শেখে। রাগারাগি করার থেকে শান্ত মত কথা বলা উচিত।

১৩.৬. ইসলামি আদব চর্চা করা

যেমন: ডান হাত দিয়ে খাওয়া, ঘরে বাইরে সব সময় সুন্নাহর অনুসরণ করা, পবিত্রতা বজায় রাখা, নামাজের সময় আদব বজায় রাখা ইত্যাদি।

১৪. উত্তম বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা

মানুষ সামাজিক জীব। জীবনের পথে চলতে আমাদের বিভিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠে, যার মধ্যে অন্যতম হলো বন্ধুত্ব। একজন প্রকৃত বন্ধু জীবনের পথচলায় যেমন সহায়তা করতে পারে, তেমনি ভুল বন্ধু জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এজন্য ইসলাম বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। পিতামাতার উচিত সন্তানের উত্তম বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা। সন্তান কাকে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"
— (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১১৯)
এই আয়াত আমাদের নির্দেশ দেয়, যেন আমরা সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করি। কেননা ভালো মানুষের সংস্পর্শে থেকে একজন ব্যক্তি নিজেও ভালো হয়ে ওঠে। পিতামাতার এমন পরিবারের সাথে মেলামেশা করা উচিত যাতে সন্তান উত্তম বন্ধু পায়।
কিয়ামতের দিনে কিছু লোক তাদের খারাপ বন্ধুর কারণে আফসোস করবে। আল্লাহ বলেন:
يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ
لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا

"হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম। সে তো আমাকে উপদেশ আসার পর পথভ্রষ্ট করেছিল।শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।
— (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ২৮-২৯)

এই আয়াত প্রমাণ করে, কু-সঙ্গ একজন মানুষকে গোমরাহ করে দিতে পারে এবং পরিণামে তাকে চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন করে।
হাদিসে এসেছে

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح، وَقالَ الترمذي: حديث حسن

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''মানুষ তার (বন্ধুর) দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।'
— (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৭৮)

এই হাদিস অনুযায়ী, বন্ধুর চরিত্র ও ধর্মীয় মনোভাব একজন ব্যক্তির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই বন্ধু নির্বাচনে সচেতনতা অপরিহার্য।

অন্য এক হাদিসে এসেছে

وَعَن أَبي مُوسَى الأَشعَرِي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وَإمَّا أنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ : إمَّا أنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

প্রিয় নবী (সা.) বলেন:

আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ’আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ’’সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, (কস্তুরী) বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। (কস্তুরী) বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।’’

(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫৫৩৪)

এই হাদিসে বন্ধুর প্রভাবকে বাস্তব উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

উত্তম বন্ধুর বৈশিষ্ট্য

ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম বন্ধুর কিছু গুণাবলি হলো:

- আল্লাহভীরু ও পরহেজগার
- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত
- ভালোর আদেশ ও মন্দের নিষেধকারী
- সদাচরণ ও নম্রস্বভাবের
- পরোপকারী ও সহানুভূতিশীল

এমন বন্ধু দুনিয়াতেও সহায়ক হয় এবং আখিরাতে সদাচরণের সাক্ষী।

বন্ধু নির্বাচন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। একজন উত্তম বন্ধু সৎপথের দিশারি হতে পারে, আবার কু-সঙ্গ জীবনের চরম ক্ষতির কারণ হতে পারে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে বন্ধু নির্বাচনে যত্নবান হওয়া আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। তাই পিতামাতার উচিত সন্তানের বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা এবং এমন বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের উপকারে আসবে। তাই সন্তানের বন্ধু নির্বাচনে পিতামাতার বিশেষ নজর দিতে হবে। সন্তানেরা কার কার সাথে মেলামেশা করছে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

১৫. সন্তানের অসুস্থতায় পিতামাতার করনীয়

সন্তান অসুস্থ হলে একজন পিতা-মাতার করণীয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১৫.১. ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ-আপদ পরীক্ষাস্বরূপ আসে। সন্তান অসুস্থ হলে ধৈর্য ধরতে হবে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَۙ

“তোমরা অবশ্যই পরীক্ষিত হবে—ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।”

(সূরা বাকারা, ২:১৫৫)

১৫.২. দোয়া ও রুকইয়াহ করা

সন্তানের জন্য দোয়া করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। হাদীসে এসেছে, নবী (সা.) নিজে বিভিন্ন দোয়া পড়তেন রোগ মুক্তির জন্য।

وَعَنْها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيدِهِ اليُمْنَى، وَيقُولُ: « اَللهم رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَأسَ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً ». متفقٌ عَلَيْهِ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ’আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারের কোন রোগী-দর্শন করার সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ দো’আটি পড়তেন, ’’আযহিবিল বা’স, রাব্বান্না-স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা (শিফা)-আ ইল্লা (শিফা)-উক, (শিফা)-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।’’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا " . فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى " . قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى .

৫৬০০-(৪৬/২১৯১) যুহায়র ইবনু হারব ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কোন মানুষ পীড়িত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাত দ্বারা তাকে মুছে দিতেন, তারপর বলতেনঃ
أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا
সমস্যা বিদূরিত করে দিন, হে জনগণের পালনকর্তা! আর সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনার সুস্থতা ও মুক্তি ছাড়া আর কোন (প্রকৃতপক্ষে নির্ভরযোগ্য) (শিফা) নেই। এমন নিরাময় করুন যার পর কোন রোগব্যাধি বাকী না থাকে। পরবর্তীতে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়িত হলেন তখন অসুখে অতি দুর্বল হয়ে পড়লেন, সে সময় আমি তার হাত তুলে ধরলাম- যাতে আমিও তেমন করে (মুছে) দিতে পারি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন করে (মুছে) দিতেন। কিন্তু তিনি আমার হাত থেকে তার হাত টেনে (ছাড়িয়ে) নিলেন। অতঃপর বললেনঃ হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে মহান সঙ্গীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন! তিনি [আয়িশাহ (রাযিঃ)] বলেন, হঠাৎ আমি দেখলাম যে, তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন (ইন্তিকাল করেছেন)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৫১৯, ইসলামিক সেন্টার ৫৫৪৪)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ . قَالَ " مَاذَا " . قَالَ عَقْرَبٌ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " .

আহমদ ইবন ইউসুফ (রহঃ) .... সুহায়ল ইবন আবূ সালিহ (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি আসলাম গোত্রে এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট বসেছিলাম। তখন তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে আমাকে কিছুতে দংশন করেছিল, ফলে আমি সারা রাত ঘুমাতে পরিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ উহা কি ছিল? সাহাবী বলেনঃ বিচ্ছু। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ যদি তুমি সন্ধ্যার সময় এটি পাঠ করতে, তবে আল্লাহ চাইলে কোন কিছু তোমার ক্ষতি করতে পারতো না। দু'আটি হলোঃ আউযূ বি-(কালিমাতিল্লাহিত) তাম্মাতি মিন শাররি মা-খালাকা।"

১৫.৩. সদকা করা

রোগ থেকে মুক্তির জন্য সদকা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

১৫.৪. তাওবাহ ও ইস্তেগফার করা

রোগ-ব্যাধি আমাদের গোনাহ মাফের একটি উপায়। পিতা-মাতা নিজেদের ও সন্তানের পক্ষে ইস্তেগফার ও তাওবাহ করবেন।

১৫.৫. বিশ্বস্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া

ইসলাম চিকিৎসা গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করেছে।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ صحيح

উসামাহ ইবনু শরীক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এস দেখলাম তাঁর সাহাবীদের মাথার উপর যেন পাখী বসে আছে, অর্থাৎ শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। আমি সালাম দিয়ে বসলাম। অতঃপর এদিক-সেদিক থেকে কিছু বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন, তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো; কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সকল (রোগের)ই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।(বুখারী ৩৮৫৫)

১৫.৬. সন্তানের জন্য কুরআন তিলাওয়াত ও দম করা

সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক ও সূরা নাস বারবার পড়ে সন্তানের ওপর ফুঁক দেওয়া এক ধরনের রুকইয়াহ। এতে রোগ-ব্যাধির বিপরীতে রূহানী সুরক্ষা হয়

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ صحيح

ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবেঃ ’’আমি তোমাদের দু’জনের জন্য আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তানের ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে এবং সকল প্রকার (বদনজর) থেকে মুক্তি চাইছি।’’ অতঃপর তিনি বলতেনঃ তোমাদের পিতা [ইবরাহীম (আঃ)] ও ইসমাঈল এবং ইসহাক (আঃ) উভয়ের জন্য এ দু’আ পড়ে আশ্রয় চাইতেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, আল-কুরআন মাখলূক নয়।(বুখারী ৪৭৩৭)

১১৬. শাসন করার নামে চেচামেচি না করা

ড. ইয়াদ কুনাইবি তার “সন্তানের ভবিষ্যৎ” পুস্তকে বলেন,

“

সত্যিই সন্তানদের প্রহার করার চেয়ে তাদের ওপর চেঁচামেচি করা অধিক ক্ষতিকর। বাবা যখন সন্তানকে তিরস্কার করেন তখন তিনি তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ব্যাপারটা

তখন একপ্রকার 'প্রতিশোধ' বা 'রাগ ঝাড়া'র রূপ ধারণ করে। অপরদিকে সন্তানকে যদি তিনি প্রহার করেন আর সে সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তখন এই প্রহার করা হয় মূলত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সন্তানের কল্যাণে। ফলে সেও এটা বুঝতে সক্ষম হয়।

যেহেতু বাবা তিরস্কারের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না, তাই সে সময় সন্তান নিজেকে দুর্বল ভাবতে শুরু করে। কিন্তু পক্ষান্তরে বাবা যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিমিত প্রহার করেন, শক্তি থাকার পরও অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট দেন তখন এটা বাবার নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে স্পষ্টভাবে জানান দেয়।

আমি জানি, কিছু স্কুল এখন একবাক্যে প্রহার করাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে। তাদের কাজ ভুল বা সঠিক তা নিয়ে আজকের আলোচনা নয়। বরং আজকের লেখা থেকে এই কথাই উদ্দেশ্য যে, আমরা চিৎকার-চেঁচামেচিকে খুব একটা বড়ো বিষয় ভাবি না। অথচ সন্তানদের পরিমিত প্রহার করার চেয়ে তাদের ওপর চেঁচামেচি করা অধিক ক্ষতিকর বিষয়।”

সবসময় সন্তানের সাথে চেচামেচি করলে তারা বিরক্ত হতে পারে। এতে বাবা মায়ের প্রতি বিরুপ মনোভাব তৈরি হতে পারে। তাই সন্তানের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপার নজরে রাখা উচিত।

১৬. সন্তানকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া

সন্তানকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া পিতা মাতার অবশ্য কর্তব্য। দুনিয়া সবসময় একরকম থাকে না। সাহাবীদের যুগে তারা পায়ে হেটে, উঠের পিঠে, ঘোড়ায় চড়ে সফর করতেন। এজন্য তাদের এসব জানা জরুরি ছিল। তারা যুদ্ধ করার তলোয়ার ব্যবহার করতেন এবং যুদ্ধ কৌশল শিখতেন। কিন্তু এখন আর এসব আমাদের উপযোগী নয়। আমাদের সন্তান আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দিতে হতে। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সম্পর্কে বুঝতে পারলে সহজে পথভ্রষ্ট হবেনা এবং প্রয়োজনে এগুলোর সঠিক ব্যাবহার করতে পারবে। মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের সেলাই, ব্লক, বাটিক, বেকিং, কুকিং, হিজামা, ক্রাফটিং ইত্যাদি শিখানো যেতে পারে।
পাশাপাশি ছেলে মেয়ে উভয়কেই সাতার, মার্শাল আর্টস,শরীর চর্চা শিখানো উচিত। এতে সন্তানেরা আত্মবিশ্বাস পাবে। জীবনে চলার পথে সহজে হতাশ হবে না।

১৭.প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক থাকা

সন্তানকে সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে বোঝাতে হলে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের মাঝে নৈতিকতা, সময় ব্যবস্থাপনা, গোপনীয়তা এবং আল্লাহভীতির চেতনা জাগিয়ে তোলা জরুরি। একটা সময় ছিল যখন মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট কিছুই ছিল না। কিন্তু এসব এত বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে যে বাচ্চা জন্ম থেকেই এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন ফিতনায় পরা যে কারও জন্য অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাই পিতামাতার উচিত এ ব্যাপারে সন্তানকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া। নাহলে সন্তানেরা খুব সহজেই দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকারক কাজগুলো করে ফেলতে পারে।
নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো যা দ্বারা আমরা সন্তানকে বোঝাতে পারি:

১৭.১. সময়ের সঠিক ব্যবহার

আল্লাহ বলেন:

وَالۡعَصۡرِ ۙ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ

"সময় (আসর) এর শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।"
— (সূরা আল-আসর: ১-২)

সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়। সন্তানকে বোঝাতে হবে, সময় আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নিয়ামত। এই নিয়ামতের হিসাব নেয়া হবে। তাই সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো শিখাতে হবে।

১৭.২. চোখ ও কান সংযত রাখা

وَلَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنۡہُ مَسۡـُٔوۡلًا

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (বনী ইসরাইল ৩৬)

সোশ্যাল মিডিয়ায় যা দেখা বা শোনা হয় তা যদি অনৈতিক বা হারাম হয়, তবে তার জন্য কিয়ামতের দিনে জবাবদিহি করতে হবে। সন্তানকে শিখাতে হবে—যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তা দেখা বা শোনা যাবে না

১৭.৩. গোপনীয়তা ও পর্দা রক্ষা করা

মহান আল্লাহ সুবহানা তায়ালা পর্দা করা ফরজ করেছেন। অথচ সোস্যাল মিডিয়ায় সবাই ইচ্ছামত বেপর্দা ছবি প্রকাশ করে। যা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। তাছাড়া মানুষ মরে গেলে এই

ছবিগুলোই গুনাহে জারিয়ার কারণ হবে। বস্তুত মানুষের লজ্জা একদম নাই বললেই চলে। হাদিসে এসেছে

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله:

আবূ মাসউদ উকবাহ্ ইবনু আমর আল-আনসারী আল-বদরী রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে- যদি তোমার (লজ্জা) না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই কর।" (বুখারী ৩৪৮৩)

সোশ্যাল মিডিয়ায় অপ্রয়োজনীয় ছবি, ভিডিও আপলোড করা বা নিজের শরীর বা ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা ইসলামসম্মত নয়। আজকাল মুসলিমরাও সোস্যাল মিডিয়ার এসব ফিতনায় আসক্ত। এজন্য নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে খুব সুতর্কতার সাথে তাকে বুঝাতে হবে।

১৭.৪. অপবাদ ও গীবত থেকে দূরে থাকা

আজকাল সোস্যাল মিডিয়া বেশি সহজলভ্য হওয়ার কারণে অনেক অপকর্ম, গীবত, মানুষকে খোচা দিয়ে কথা বলা, অপবাদ, ঠাট্টা বিদ্রুপ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছি। চারদিকে এত এত ফিতনার ছড়াছড়ি যে নিজেকে ফিতনা থেকে বাচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। এই কঠিন সময়ে নিজের ও পরিবারের জন্য বেশি বেশি দুয়া, সতর্কতা ও নজরদারি জরুরি। নাহলে সময়ের স্রোতে গা ভাসানো সন্তানদের অভ্যাসে পরিণত হবে।

আল্লাহ বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوۡا وَلَا يَغۡتَبْ بَّعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمۡ اَنۡ يَّاۡكُلَ لَحۡمَ اَخِيۡهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوۡهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيۡمٌ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক ; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইর গোশ্ত খেতে চাইবে ? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। আল হুজুরাত - **১২**

সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের বদনাম করা, গীবত করা, ট্রল করা বা অপবাদ ছড়ানো এসব

অত্যন্ত সহজ ও গর্হিত কাজ। এগুলো সন্তানকে বুঝাতে হবে। তারা যেন নিজের ও পরিবারের ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

১৭.৫. নিয়তের বিশুদ্ধতা

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ " :إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ"

আমীরুল মুমিনীন আবূ হাফস্ উমার ইবনু আল-খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—
আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি— "সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করেছে, তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্য অথবা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।"
(সহিহ বুখারী ১৯০৭)

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলে সেটা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়—শিক্ষা, ভালো কিছু শেখা বা শেখানোর নিয়তে। ভালো লেখা, হাদিস, ভিডিও দেয়া যেতে পারে মানুষের কল্যাণ বা হিদায়েতের উদ্দেশ্যে।

যেভাবে বুঝাতে পারি

- গল্পের ছলে নবীজির জীবন থেকে উদাহরণ দিতে পারি
- নিজেরাও আদর্শ ব্যবহার দেখাতে পারি
- নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করিয়ে দিতে পারি
- মাঝে মাঝে সন্তানকে নিয়ে ইসলামিক ভিডিও বা লেকচার দেখতে পারি

সন্তানকে বোঝাতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়া যেন তার ইবাদত থেকে দূরে না রাখে, বরং ইচ্ছা করলে এটাকে দ্বীনের জন্য ব্যবহার করাও সম্ভব। কিন্তু আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তা ব্যবহার করলে সেটাই ক্ষতির কারণ হবে।

১৯. সন্তানের মৃত্যুতে করনীয়

সন্তানের মৃত্যু যেকোনো বাবা মায়ের কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও হৃদয়বিদারক একটি পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম পিতামাতার উচিত সবর করা ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দুয়া করা। সন্তানের নামে সদাকা করা। হাদীসে এসেছে

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا " اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي " . فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي . فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ " . أَوْ قَالَ " عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ " .

মুহাম্মাদ ইবনুল মূসান্না (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সন্তানের) (মৃত্যু) শোকে ক্রন্দনরত জনৈকা মহিলার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলা উত্তর দিল, তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে? যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন, তখন বলা হল তিনি তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তখন তাকে (মৃত্যু)র মত ভয়ে পেয়ে বসলো। তৎক্ষণাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরজায় হাযির হল। সে তার দরজায় কোন দারোয়ান পেল না। সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবর তো হয় বিপদাগমনের প্রথম মূহুর্তে অথবা বলেছিলেন, আঘাতের প্রথমে। (সহিহ মুসলিম ২০১২)

এই হাদিস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, সন্তান মারা গেলে প্রথম অবস্থায়ই সবর করতে হবে। এর বিনিময়তো আল্লাহ সুবহানা তায়ালা দিবেন। তাই সন্তান মারা গেলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে উত্তম প্রতিদানের আশা করাই উত্তম।

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة، فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهى أم الصبي : هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: "أعرستم الليلة ؟" قال: نعم ، قال: "اللهم

بارك لهما، فولدت غلاماً، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات، فقال: "أمعه شيء؟" قال: نعم، تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيّ الصبي ، ثم حنكه وسماه عبد الله. (متفق عليه) . وفى رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة بن أم سليم ، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه عشاءً فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، فقالت : فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت أخبرتني بابني؟! فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "بارك الله في ليلتكما" قال: فحملت، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً فدنوا من المدينة، فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يارب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى، تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذى كنت أجد، انطلق، فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاماً. فقالت لي أمي : يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث.

আনাস রাদিয়াল্লাহু ’আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। আবূ ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু ’আনহু যখন কোন কাজে বাইরে চলে গেলেন তখন ছেলেটি (মারা) গেল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ’আমার ছেলে কেমন আছে?’ ছেলেটির মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বললেন, ’সে পূর্বের চেয়ে আরামে আছে।’ অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার হাজির করলেন। তিনি তা খেলেন। অতঃপর তার সঙ্গে যৌন-মিলন করলেন। আবূ ত্বালহা যখন এসব থেকে অবকাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বললেন যে, ’(আপনার বাইরে চলে যাওয়ার পর শিশুটি (মারা) গেছে।) সুতরাং শিশুটিকে এখন দাফন করুন।’ সকাল হলে আবূ ত্বালহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, ইবনু উয়াইনাহ বলেন যে, জনৈক আনসারী বলেছেন, ’আমি এই আব্দুল্লাহর নয়টি ছেলে দেখেছি, তারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন।’

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ ত্বালহার একটি ছেলে, যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে (মারা) গেল। সুতরাং তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর বাড়ির লোককে বললেন, ’তোমরা আবূ ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ কথা

বলব।’ সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী তাঁর সামনে রাতের খাবার রাখলেন। তিনি পানাহার করলেন। এ দিকে স্ত্রী আগের তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি (স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ করে নিয়েছেন, তখন বললেন, ’হে আবূ ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার আছে?’ তিনি জবাব দিলেন, ’না।’ অতঃপর স্ত্রী বললেন, ’আপনি নিজ পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন।)’

আনাস রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ’তুমি আমাকে কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস করে যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিলে!’ এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি দো’আ করলেন, ’হে আল্লাহ! তাদের দু’জনের জন্য এই রাতে বরকত দাও।’ সুতরাং (এই দো’আর ফলে) তিনি গর্ভবতী হলেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বলেন, ’রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ও (তাঁর স্বামী আবূ ত্বালহা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে মদ্বীনায় আসতেন তখন তিনি রাতে আসতেন না। যখন এই কাফেলা মদ্বীনার নিকটবর্তী হল, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব-বেদনা উঠল। সুতরাং আবূ ত্বালহা তাঁর খিদমতের জন্য থেমে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদ্বীনায়) চলে গেলেন।’ আনাস বলেন, ’আবূ ত্বালহা বললেন, ”হে প্রভু! তুমি জান যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্বীনা থেকে বাইরে যান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ভালবাসি এবং তিনি মদ্বীনায় প্রবেশ করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে ভালবাসি এবং তুমি দেখছ যে, (আমার স্ত্রীর) জন্য আমি থেমে গেলাম।”

উম্মে সুলাইম বললেন, ’হে আবূ ত্বালহা! আমি পূর্বে যে বেদনা অনুভব করছিলাম এখন তা অনুভব করছি না, তাই চলুন।’ সুতরাং আমরা সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করলাম। যখন তাঁরা দু’জনে মদ্বীনা পৌঁছলেন, তখন আবার প্রসব বেদনা শুরু হল। অবশেষে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। আমার মা আমাকে বললেন, ’যে পর্যন্ত তুমি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে না নিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত কেউ যেন একে দুধ

পান না করায়।’ ফলে আমি সকাল হতেই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত নিয়ে গেলাম। অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বাকী হাদীস বর্ণনা করলেন। (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদিসে একজন মহিলা সাহাবির অপরিসীম সবরের পরিচয় পাওয়া যায়। যার জন্য স্বয়ং নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুয়া করেন। তাদের ত্বাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও সবর নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক গুন বেশি। তারপরও মুসলিম পিতামাতা হিসেবে হাদিস থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার জীবদ্দশায় একজন বাদে সব সন্তান হারান। তার পুত্র ইব্রাহীম ছোট বয়সেই মারা গেলে তিনি সবর করেন যদিও তার অন্তর অনেক ব্যথিত ছিল।

অন্য একটি হাদিসে এরকম পিতামাতার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ احْتَسَبَ ثَلاَثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " . فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَوِ اثْنَانِ قَالَ " أَوِ اثْنَانِ " . قَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا لَيْتَنِي قُلْتُ وَاحِدًا .

আহমদ ইবনু আমর (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার তিন (সন্তানের) (মৃত্যু)তে ধৈর্যসহ সওয়াবের আশা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, যদি দুই (সন্তানের) উপর ধৈর্যধারণ করে থাকে? বললেন, দুইজন হলেও। তখন সেই মহিলা বলল, হায়! আমি যদি একজনের কথা বলতাম।

পরিশেষে :

সন্তান আমাদের আমানত। ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে সন্তানদেরকে শুধু দুনিয়ার জন্য নয়, আখিরাতের জন্যও প্রস্তুত করতে। পিতা-মাতা যদি সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করে, তবে তারা নিজেরাও উপকৃত হবেন। কেননা, নেক সন্তান মৃত্যুর পরও পিতা-মাতার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

صحيح

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমলের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব বন্ধ হয় না। এক. (সাদাকাহ) জারিয়া। দুই. এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় তিন. নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (সহিহ মুসলিম)

তাই সন্তানকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে ভালো ভাবে মানুষ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তারপরও যদি সন্তান সঠিকভাবে মানুষ নয় তাহলে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবেনা। নবী রসুলগণের ও সকল সন্তান ভাল ছিলেন না। নুহ আলাইহিস তার পুত্রকে ডেকেছিলেন নৌকায় আরোহনের জন্য কিন্তু তার ছেলে তার ডাকে সাড়া দেয়নি এবং আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের এক পুত্র আরেক পুত্রকে হত্যা করেছিল। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কিছু পুত্র তার অপর পুত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। এজন্য সন্তানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও যদি তারা বিপথগামী হয় তাহলে পিতামাতা হিসেবে সবর ও দুয়া করতে থাকতে হবে।